ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

নিউজ
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

DL- No.-03 /Date:29/02/2025 ● Prgi Application Process No. : T/WB/2024/0617/6991/1130 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/

● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ১৫৩ ● কলকাতা ● ২৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২ ● শনিবার ● ০৭ জুন ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পলাতক বলতে পারেন, কিন্তু চোর আমি নই', বড় গলায় দাবি বিজয় মালিয়ার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

তাঁর বিরুদ্ধে ৯ হাজার কোটি টাকার ঋণ না মেটানোর অভিযোগ। একাধিক ব্যাঙ্কের সঙ্গে প্রতারণায় বিদ্ধ তিনি। এ দেশের তদন্তকারী সংস্থাগুলি তাঁকে হাতে পেতে মরিয়া। অথচ ব্রিটেনে বহাল তবিয়তে ঘুরছেন বিজয় মালিয়া। শুধু ঘুরছেন না। বড় গলা করে এ দেশীয় উদ্যোগপতি রাজ শামানির পডকাস্টে

এরপর ৩ পৃষ্ঠায়

দিলীপই ভরসা! সক্রিয় করতে দিল্লিতে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে দলের আদি কর্মীরা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

বঙ্গ বিজেপির দাবাং নেতা দিলীপ ঘোষ এখন কার্যত দলের কাছে ব্রাত্য। কিন্তু দলের একাংশের বিশ্বাস, বাংলায় বিজেপির সংগঠনের হাল ফেরাতে পারেন একজনই। তিনি দিলীপ ঘোষ। আর তাই বঙ্গ বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতিকে দলের কাজে যাতে আবার সক্রিয়ভাবে কাজে লাগানো হয়, সেই আর্জি নিয়ে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের দ্বারস্থ হয়েছে পদ্মশিবিরের আদি নেতাদের একাংশ, খবর এমনই।এদিকেই অনেকেই শুভেন্দু অধিকারীর ‘একনায়কতন্ত্র’ মেনে নিতে পারছে না। বিশেষ করে পুরনো বিজেপিরা। দিলীপ ঘোষের একটা জনপ্রিয়তা ছিল দলে। তিনি সরে গেলে, তাঁর ঘনিষ্ঠরাও সরবে। এটা মোটামুটি বুঝে গিয়েছেন সকলেই। তাই চেষ্টা করা হচ্ছে, যে কোনও মূল্যে দিলীপকে সক্রিয় করার। এবিষয়ে এক বিজেপি নেতা বলেন, “দিলীপদা কখনও দলছুট

এরপর ৩ পাতায়

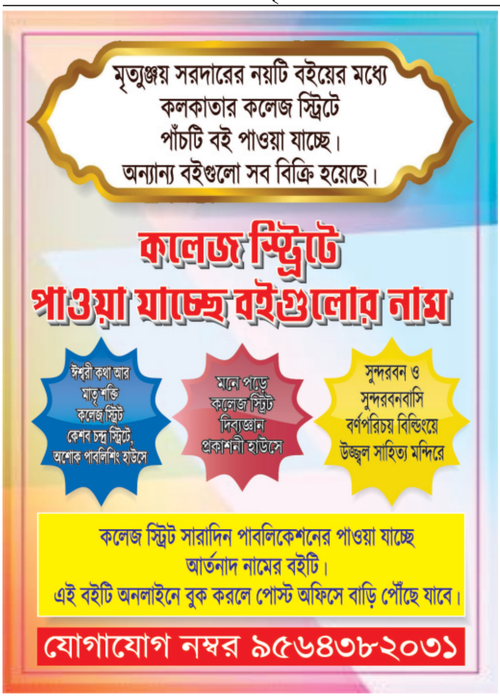

নবদ্বীপ সাধারণ গ্রন্থাগারের প্রাচীন পুঁথি, মূল্যবান গ্রন্থ সহ সমস্ত তথ্যে ডিজিটাইনেশন করা হলো

অভিজিৎ সাহা, নবদ্বীপ,নদিয়া

নদীয়া জেলার ডিএলওর উপস্থিতিতে সমস্ত ডিজিটাইজেশনের কাজ হস্তান্তর করা হল নবদ্বীপ সাধারণ গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষকে।

হেরিটেজ স্বীকৃত নবদ্বীপ শহরের গর্ব অন্যতম হেরিটেজ প্রতিষ্ঠান নবদ্বীপ সাধারণ গ্রন্থাগার। শতাব্দী প্রাচীন এই গ্রন্থাগারে রয়েছে প্রচুর প্রাচীন পুঁথি, মূল্যবান পুস্তক এবং অন্যান্য তথ্য সামগ্রী। গত ২০২২ এর এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত এই গ্রন্থাগারের বিভিন্ন প্রাচীন পুঁথি, মূল্যবান গ্রন্থ সহ সমস্ত তথ্যের ডিজিটাল প্রসেস সম্পূর্ণ হয়েছে। যার তত্ত্বাবধানে ছিলেন কোলকাতার দি সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সাইন্স। সোমবার ২ জুন নদীয়া জেলার ডিএলওর উপস্থিতিতে এই সমস্ত ডিজিটাইজেশনের কাজ হস্তান্তর করা হল নবদ্বীপ সাধারণ গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের হাতে। এখন থেকে যে কোনো উৎসাহী পাঠক এই গ্রন্থাগারে এসে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে যে কোন প্রাচীন পুঁথি ও মূল্যবান গ্রন্থের ডিজিটাইজড কপি দেখতে পারবেন। জানা গিয়েছে অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীর যেকোন প্রান্ত থেকে এই গ্রন্থাগারে থাকা যেকোনো প্রাচীন পুঁথি মূল্যবান গ্রন্থের কপি দেখতে পারবেন জ্ঞানপিপাসু পাঠককূল। এই অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নবদ্বীপ শহরের পৌরপতি বিমান কৃষ্ণ সাহা, কাউন্সিলর শিক্ষক বৃন্দাবন মন্ডল, জাতীয় প্রধান শিক্ষক বিজন সাহা, সাধারণ গ্রন্থাগারের সভাপতি হিমাংশু সাহা, সম্পাদক নিশিথ ব্যানার্জি, সদস্য তাপস রায় সহ বহু বিদগ্ধ মানুষ। নবদ্বীপ সাধারণ গ্রন্থাগারের পক্ষে মলয় চ্যাটার্জি (এলএলএ), দেবব্রত বিশ্বাস এবং ত্রিদীপ সিনহা। যাদের দ্বারা সমস্ত নথি ডিজিটাইনেশন করা সম্ভব হয়েছে তাদের মধ্যে অভিজিৎ ভট্টাচার্য ডিরেক্টর, তপন পাল, সৌরভ মন্ডল, এবং গোপাল আঢ্য। কলকাতা দি সেন্টার ফর স্টাডিস ইন সোশ্যাল সাইন্স এর টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট তপন পাল বলেন ২০২২ থেকে ২৫ সাল পর্যন্ত যে আমাদের প্রজেক্টের কাজ হল অনেকটাই সময় লাগলো ম্যানুস্ক্রিপ্ট ছিল সেজন্য সময়টা বেশি লেগেছে, এখনো এক বছর সময় লাগবে অনলাইন হতে। এই অনলাইন হওয়ার ফলে ফ্রিতে যে কোন মানুষ যেকোন প্রান্ত থেকে ব্যবহার করতে পারবেন। কোন ব্যক্তি যদি কমার্শিয়াল ভাবে ব্যবহার করতে চান তখন সাধারণ গ্রন্থাগারের পারমিশন লাগবে।

ডিরেক্টর অভিজিৎ ভট্টাচার্য বলেন ২৪৫০ টি পুথি, ১৪টি বই,১৩৮, ০৫৮ টি ইমেজ, ৪৭ টি সাময়িক পত্র একত্রিত করে এই ডিজিটেশন করা হলো। হারিয়ে গেলে নষ্ট হয়ে গেলে তা পুনরায় তথ্য পাওয়ার জন্য এই

এরপর ৪ পাতায়

সাপের কামড়ে মৃত্যু হল এক মহিলার

পার্থ ঝা, মালদা

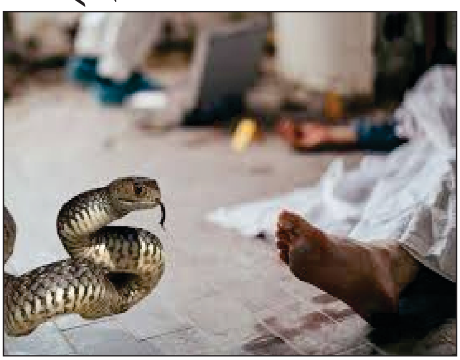

পাটের জমিতে কাজ করতে গিয়ে বিষধর সাপের কামড়ে মৃত্যু হল এক মহিলার। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছরিয়ে পরে মালদার রতুয়া থানার অন্তর্গত আটগামা বলরামপুর এলাকায়।জানা গেছে,মৃত মহিলার নাম আদরি মন্ডল(৪০)। স্বামী গৌতম মন্ডল। ঘটনার সম্পর্কে জানা গেছে, শুক্রবার সকাল নাগাদ স্থানীয় একটি পাটের জমিতে কাজ করতে যায় মহিলাটি। সেখানেই একটি বিষধর সাপ তার বাম পায়ে কামড় দেয় বলে খবর। মহিলাটি সাপটিকে দেখতে পেয়ে চিৎকার শুরু করে। খবর পেয়ে জমিতে ছুটে আসেন পরিবারের লোকজন মহিলাটি তরিঘরি উদ্ধার করে মানিকচক গ্রামীন হাসপাতাল নিয়ে আসেন। তবে কর্তব্যরত চিকিৎসা আদরিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। খবর চাউর হতেই কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিবার পরিজন।খবর পেয়ে হাসপাতালে ছুটে আসেন মানিকচক থানার পুলিশ।দেহটি উদ্ধার ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালে পাঠানো হয়।

এবিষয়ে মৃত মহিলার ভাই উজ্জল মন্ডল বলেন,জমি কাজ করতে যায় আমার দিদি সেখানেই এক বিষধর সাপ কামড় দেই।তারাতারি মানিকচক হাসপাতালে নিয়ে এলে মারা যায় দিদি।

(১ম পাতার পর)

দিলীপই ভরসা! সক্রিয় করতে দিল্লিতে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে দলের আদি কর্মীরা

হবেন না। দিলীপদাকে আবার আমরা পাব। ছাব্বিশে ওঁকে দরকার।"বাংলায় বিজেপির মাটি শক্ত করতে দিলীপ ঘোষের অবদান কতখানি, তা বাংলার গেরুয়া শিবির তো বটেই রাজনৈতিক মহলও জানে। ২০১৯ সালের লোকসভায় বাংলার আঠারোটি আসন জিতেছিল বিজেপি। যা এযাবৎকালে রাজ্যে বিজেপির সর্বোচ্চ সাফল্য। তারপর থেকে বহু নতুন মুখ দেখা গিয়েছে পদ্মশিবিরে। একইভাবে কমেছে পুরনোদের দায়িত্ব। সেই তালিকায় রয়েছেন খোদ দিলীপ ঘোষও । বর্তমানে কার্যত ব্রাত্য তিনি। রাজ্যে মোদি, শাহর কর্মসূচিতেও ডাক পাননি। এদিকে চব্বিশের লোকসভায় আসন সংখ্যা অনেকটাই কমেছে বিজেপির। ফলে দিলীপ ঘোষের নিষ্ক্রিয় হয়ে যাওয়া আদতে বিজেপির জন্য নেতিবাচক, তা পরিষ্কার বুঝতে পারছে দলের একাংশ। তারা মূলত আদি বিজেপি শিবির। তাই বিজেপির আদি শিবিরের তরফেই রাজ্যে বিজেপির দায়িত্বপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল। অনুরোধ করা হয়েছে, দিলীপকে যাতে ফের সক্রিয়ভাবে বঙ্গ বিজেপিতে কাজে লাগানো হয়। বিজেপির পুরনো নেতাদের একাংশ কেন্দ্রীয় নেতাদের কাছে গিয়ে দিলীপ ঘোষের দলে প্রয়োজনীয়তার কথা জানিয়েছেন। পাশাপাশি আদি বিজেপির একাংশ দিল্লির কাছেও এই আর্জি রেখেছে। কিন্তু বঙ্গ বিজেপির পর্যবেক্ষকদের মধ্যে একজন প্রবল 'দিলীপ বিরোধী' হিসাবে পরিচিত। তিনিই মূলত দলের কাছে বলেছেন, প্রাক্তন রাজ্য সভাপতিকে কর্মসূচি থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হোক। গত সপ্তাহে নেতাজি ইন্ডোরে অমিত শাহর সভায় দিলীপ ঘোষকে না ডাকার পিছনে মূলত ওই কেন্দ্রীয় নেতারই আপত্তি ছিল বলে জানা গিয়েছে। আদি বিজেপি নেতাদের বক্তব্য, দল চলে যাচ্ছে তৃণমূলের থেকে আসা বিজেপি নেতাদের (দলবদলকারী) কাছে।

(১ম পাতার পর)

পলাতক বলতে পারেন, কিন্তু চোর আমি নই', বড় গলায় দাবি বিজয় মালিয়ার

এসে সাক্ষাৎকারও দিয়েছেন মালিয়া।পডকাস্টে রাজ শামানি প্রশ্ন করেন, এর পর কি ভারতে ফিরতে চান? জবাবে বিজয় মালিয়া বললেন, "আমাকে যদি আশ্বস্ত করা হয়, যে আমাকে স্বচ্ছ বিচারপ্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে দেখা হবে। স্বচ্ছভাবে জীবনযাপনের অধিকার দেওয়া হবে। তাহলে তিনি দেশে ফেরার ব্যাপারে ভাবতেই পারেন।" এ প্রসঙ্গে ভারতীয় জেলগুলির বর্তমান অবস্থা সংক্রান্ত ব্রিটেনের একটি হাই কোর্টের রায়ের কথাও মনে করান মালিয়া। ওই ব্রিটেনের আদালত ভারতের জেলগুলির অবস্থা নিয়ে উদ্বেগপ্রকাশ করে। মালিয়ার এই সব মন্তব্য নিয়ে সরকারিভাবে ভারত সরকার এখনও মুখ খোলেনি। ওই সাক্ষাৎকারে মালিয়া দাবি করেছেন, "তিনি দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছেন বটে, কিন্তু কোনও চুরি করেননি। তাঁকে আর যা-ই বলা হোক, চোর বলা যাবে না।" ওই পডকাস্টা মালিয়া দাবি করেছেন, ২০১৬ সালে তিনি দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাননি। পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী দেশ ছেড়ে বিদেশে গিয়েছিলেন শুধু। কিন্তু তারপর ফেরা হয়নি। সেটার বৈধ কারণ রয়েছে। পলাতক শিল্পপতির দাবি, "আমি দেশ ছেড়ে পালাইনি। পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচিতে দেশ ছেড়েছিলাম। তারপর ফিরিনি যে সমস্ত কারণে, তার যথেষ্ট ভিত্তি রয়েছে। আপনি যদি তারপর আমাকে পলাতক বলতে চান তো বলুন। কিন্তু চুরি ব্যাপারটা এল কোথা থেকে? চোর শব্দটা আমাকে বলবেন না।"

স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া-সহ (SBI) একাধিক ভারতীয় ব্যাংক থেকে প্রায় ৯ হাজার কোটি টাকার ঋণ নিয়ে ব্রিটেনে গা ঢাকা দিয়েছেন কিংফিশার এয়ারলাইন্সের কর্ণধার। ভারত সরকার ইতিমধ্যেই তাঁকে দেশে প্রত্যার্পণের আইনি প্রক্রিয়া শুরু করেছে। কিন্তু বিভিন্ন ধরনের আইনি মারপ্যাঁচে শেষ পর্যন্ত তাঁকে দেশে ফেরানো সম্ভব হয়নি। ২০১৬ সাল থেকে ব্রিটেনে বাস করছেন মালিয়া। তবে তাঁর দাবি, তিনি কোনও চুরি করেননি। আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংকটের কারণে ২০০৮ সালে কিংফিশার বিমান সংস্থার বেহাল দশা হয়। সে কারণে ঋণ মেটাতে পারেননি। তবে সেটা চুরি নয়।"

ওয়াকফ সম্পত্তির জন্য কেন্দ্রীভূত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম "উমিদ সেন্ট্রাল পোর্টাল"

ডঃ সমরেন্দ্র পাঠক, সিনিয়র সাংবাদিক

নয়াদিল্লি, ৬ জুন, ২০২৫ (এজেন্সি)। কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু বিষয়ক ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু আজ ওয়াকফ সম্পত্তির তদারকি, পরিচালনা এবং ব্যবস্থাপনার জন্য কেন্দ্রীভূত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম "উমিদ সেন্ট্রাল পোর্টাল" চালু করেছেন।

এখানে পোর্টালটি চালু করে মিঃ রিজিজু বলেন যে এটি আরও স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং জনসাধারণের অংশগ্রহণ এনে ওয়াকফ সম্পত্তির ব্যবস্থাপনায় একটি বড় পরিবর্তন আনবে। তিনি বলেন যে এটি কেবল স্বচ্ছতাই আনবে না বরং সাধারণ মুসলমানদের, বিশেষ করে নারী ও শিশুদেরও সাহায্য করবে। কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী জর্জ কুরিয়েনও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

মিঃ রিজিজু বলেন যে উমিদ সেন্ট্রাল পোর্টাল কেবল একটি প্রযুক্তিগত আপগ্রেডের চেয়েও বেশি কিছু। তিনি বলেন, এটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার রক্ষা এবং দরিদ্র মুসলিমদের জন্য সম্প্রদায়ের মালিকানাধীন ওয়াকফ সম্পত্তির কার্যকর ও ন্যায্য ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য সরকারের দৃঢ় অঙ্গীকারের প্রতীক, যাদের জন্য ওয়াকফ সম্পত্তি মূলত তৈরি করা হয়েছিল।

মন্ত্রী বলেন, উমীদ সেন্ট্রাল পোর্টাল হল ইউনিফাইড ওয়াকফ ম্যানেজমেন্ট, এমপাওয়ারমেন্ট, এফিসিয়েন্সি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অ্যাক্ট, ১৯৯৫ এর সংক্ষিপ্ত রূপ। এই পোর্টালটি ওয়াকফ সম্পত্তির রিয়েল-টাইম আপলোডিং, যাচাইকরণ এবং পর্যবেক্ষণের জন্য একটি কেন্দ্রীভূত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করবে।

মিঃ কুরিয়েন বলেন, এই পোর্টালটি একটি দীর্ঘ প্রতীক্ষিত সংস্কার যা ওয়াকফ সম্পত্তির

এরপর ৬ পাতায়

সম্পাদকীয়

জিপিডিআরআর ২০২৫-এ ভারত বিশ্বব্যাপী দুর্যোগ স্থিতিস্থাপকতা এবং জনস্বাস্থ্যের প্রতি অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছে

প্রধানমন্ত্রীর প্রধান সচিব ডঃ পি কে মিশ্র আজ জেনেভায় গ্লোবাল প্ল্যাটফর্ম ফর ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন (জিপিডিআরআর) ২০২৫-এর ফাঁকে জি-২০ দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস (ডিআরআর) কার্যকরী গোষ্ঠীর গোল টেবিল বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। আলোচনায় তিনি উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তার পাশাপাশি, আর্থিক ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে বিশ্বব্যাপী দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাসের প্রয়াসকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে জি-২০-র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার ওপর জোর দেন। আন্তর্জাতিক সহযোগিতা জোরদার করার পাশাপাশি, বিশ্বব্যাপী সমস্যা মোকাবিলায় সম্মিলিত স্থিতিস্থাপকতা গড়ে তোলার আহ্বান জানান তিনি।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে ডঃ মিশ্র স্থিতিশীল ভবিষ্যতের জন্য আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব সম্প্রসারণের প্রতি ভারতের প্রতিশ্রুতির কথা পুনরায় তুলে ধরেন। তিনি আফ্রিকান ইউনিয়ন(এইউ)-কে দুর্যোগ প্রতিরোধী পরিকাঠামো জোট (সিডিআরআই)-এর নতুন সদস্য হিসেবে স্বাগত জানান। এই অনুষ্ঠানে এইউ কমিশনার মোসেস ভিলাকাতি সহ অন্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। ২০২৩ সালে ভারত এর সভাপতিত্বের পদে থাকাকালীন জি-২০-র স্থায়ী সদস্য হিসেবে এইউ-র ঐতিহাসিক অন্তর্ভুক্তি হয়েছে।

ডঃ মিশ্র বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)-র ডিরেক্টর জেনারেল ডঃ টেড্রস আধানাম ঘেব্রিয়াসের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন। উভয়ে বিশ্বব্যাপী জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ে ডব্লিউএইচও-এর সঙ্গে ভারতের সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা করেন। শ্রী মিশ্র ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে নতুন দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হতে চলা দ্বিতীয় ডব্লিউএইচও গ্লোবাল ট্র্যাডিশনাল মেডিসিন সামিটে ভারতের সমর্থনের কথা পুনর্ব্যক্ত করেন। একইসঙ্গে, গুজরাটের জামনগরে ডব্লিউএইচও গ্লোবাল ট্র্যাডিশনাল মেডিসিন সেন্টার গড়ে তোলার জন্য ভারতের প্রতিশ্রুতির কথা পুনরায় তুলে ধরেন তিনি।

কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা সঠিকভাবে পালন করলে বহু ফল পাওয়া যায় মানব জীবনে

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(চল্লিশতম পর্ব)

এবং আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের পূর্ণিমা তিথিতে বিশেষ আয়োজন এর মাধ্যমে লক্ষ্মী পূজা করা হয় ।হিন্দু সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে একাত্মবোধ এর সৃষ্টি করে ।লক্ষ্মীদেবী ধন সম্পদ দান করেন। পূজার মধ্য দিয়ে লক্ষ্মী দেবীর উপর বিশ্বাস স্থাপিত হয় ।লক্ষ্মী দেবীর শান্ত স্বভাব পূজারী কেও শান্ত করে তোলে। লক্ষ্মীদেবীর পুষ্পাঞ্জলী---- ওঁ নমস্তে সর্বভূতানাং বরদাসি হরিপ্রিয়ে যা গতিস্তৎ প্রপন্নানাং সা মে ভূয়াত্তদর্চনাৎ বাংলা অর্থ---হে হরিপ্রিয়া ,তুমি সকলকে বর দিয়ে থাক। তোমার আশ্রিতদের যে গতি হয়,তোমার অর্চনার দ্বারা

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(২ পাতার পর)

নবদ্বীপ সাধারণ গ্রন্থাগারের প্রাচীন পুঁথি, মূল্যবান গ্রন্থ সহ সমস্ত তথ্যে ডিজিটাইনেশন করা হলো

ডিজিটেশন পদ্ধতি। আমরা নদীয়া জেলার লাইব্রেরী কৃষ্ণনগর এবং নবদ্বীপ সাধারণ গ্রন্থাগারের কাজ করার পাশাপাশি নবদ্বীপে আরেকটি গ্রন্থাগার আদর্শ পাঠাগারের কাজ করার আমরা সুযোগ পেলাম। এটাই আমাদের কাছে বিশেষ উপহার। গ্রন্থাগারের সম্পাদক নিশিথ ব্যানার্জি বলেন বহু মুনি ঋষিরা এই গ্রন্থাগার এসেছেন, বহু প্রমাণপত্র রাখা আছে শতাব্দীর প্রাচীন এই গ্রন্থাগার। নদিয়া জেলার গর্ব নবদ্বীপ সাধারণ গ্রন্থাগার। আজকে এই পদ্ধতির ফলে সারা বিশ্ব জানতে পারবে। পৌরপতি বিমান কৃষ্ণ সাহা বলেন এই ডিজিটাইনেশন পদ্ধতির ফলে নতুন প্রজন্ম উপকৃত হবে, হারিয়ে যাওয়া, নষ্ট হয়ে যাওয়া সমস্ত পুঁথি সংরক্ষিত থাকবে। এটা একটা ঐতিহাসিক বিষয়, কারণ আমরা এই গ্রন্থাগারে বত্তমানে যারা যুক্ত আছি, আগামী দিনে আমরা থাকবো না কিন্তু এমন একটি প্রযুক্তির মাধ্যমে সমস্ত কিছু সংরক্ষিত করা হলো, তা চির জীবনের মতো থেকে যাবে। সকলে উপকার হবে শুধু তাই নয় সারা বিশ্ব উপকৃত হবে।উপস্থিত অতিথিতে পুষ্প স্তবক দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়।

সতীপীঠের অন্যতম কামাখ্যা

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

শিবের তরুণী স্ত্রী এবং মোক্ষদাত্রী শক্তিই কামাখ্যা নামে পরিচিত। ১২ খ্রিস্টপূর্বাব্দে নীলাচল পর্বতে মঙ্গোলরা আক্রমণ করলে প্রথম তান্ত্রিক কামাখ্যা মন্দিরটি ধ্বংস হয়েছিল।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

ঝড়খালি পর্যটন কেন্দ্রের বেহাল রাস্তার হাল ফেরাতে উদ্যোগ নিল রাজ্য সরকার!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী ব্লকের ঝড়খালি পর্যটন কেন্দ্রের বেহাল রাস্তার হাল ফেরাতে উদ্যোগ নিল রাজ্য সরকার! বিশ্বের ঐতিহ্যমন্ডিত স্থানগুলির মধ্যে অন্যতম হলো সুন্দরবন। আর এই সুন্দরবনের অন্যতম একটি পর্যটন কেন্দ্র হল ঝড়খালি। যেখানে রয়েছে টাইগার রেসকিউ সেন্টার (Tiger Rescue & Rehabilitation Center) থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশ থেকে আসা পর্যটকদের মনোরঞ্জন ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য ইকো ট্যুরিজম পার্ক। ভ্রমণ পিপাসু মানুষ সুন্দরবন ভ্রমণে আসলে একটি বারের জন্য হলেও ঢু মেরে যান এই পর্যটন কেন্দ্রে! যার ফলে সারাবছরই পর্যটকদের ভীড় লেগে থাকে এই ঝড়খালি তে। কিন্তূ গত দু-তিন বছরে যেন একটু হলেও ঝড়খালি পর্যটন কেন্দ্রে পর্যটকদের ভিড়ে ভাটা পড়েছে! আর এই পর্যটক কমার একমাত্র কারণ হিসেবে উঠে এসেছিল ঝড়খালি হাই-স্কুল মোড় থেকে ঝড়খালি ফেরিঘাট পর্যন্ত প্রায় ৪ কিলোমিটার রাস্তার বেহাল দশার কথা। বড় বড় গর্তে ভরা রাস্তায় যান চলাচলের সময় প্রতিনিয়ত ঘটে ছোট বড়ো দুর্ঘটনা! আর বর্ষাকালে তো জল জমে চলাচল কার্যত দুর্বিষহ হয়ে উঠে। এই পথেই প্রতিদিন অসংখ্য টোটো, অটো ও পর্যটকদের চার চাকার গাড়ি চলাচল করে। ফলে স্থানীয় মানুষ ও পর্যটক উভয়েরই দীর্ঘদিন ধরে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে।

আর দীর্ঘ দু-তিন বছর ধরে রাস্তার এই করুণ অবস্থার অবসান ঘটাতে অবশেষে এবার উদ্যোগ নিল রাজ্য সরকার। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পূর্ত দপ্তরের তরফে ঝড়খালির এই রাস্তাটি মেরামতের জন্য ৯ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। সেই সঙ্গে ইতিমধ্যেই একটি সংস্থাকে টেন্ডারের মাধ্যমে এই কাজের দায়িত্বও দেওয়া হয়ে গিয়েছে।বাসন্তী বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক শ্যামল মন্ডল জানিয়েছেন, "এই রাস্তাটি মেরামতের কাজ খুব দ্রুত শুরু হবে। টেন্ডার দেওয়া হয়ে গিয়েছে। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি ও তাঁর সরকার মানুষের দুর্ভোগ লাঘবে সব সময় বদ্ধপরিকর।" আর স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁদের দীর্ঘ দিনের এই দাবি পূরণের খবরে স্বাভাবিক ভাবে খুশি হয়ে জানিয়েছেন, ' এই কাজ শুরু হলে শুধু স্থানীয় বাসিন্দা ও পর্যটকদের যাত্রা সহজ হবে না বরং সেই সঙ্গে আবার ঝড়খালি পর্যটন কেন্দ্রে পর্যটকদের ভিড়ে নব জোয়ার আসবে! আবার ছন্দে ফিরবে ঝড়খালি পর্যটন কেন্দ্র! যার ফলে প্রত্যন্ত সুন্দরবনের গ্রামীণ অর্থনীতিও ব্যাপক ভাবে উপকৃত হবে'।

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219 (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

কৌস্তভের বিরুদ্ধে মামলা সাংসদপুত্রের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে লেখা একটি বই ঘিরে আপাতত বিতর্ক তুঙ্গে। জনৈক দীপক ঘোষের লেখা বইটিতে প্রচুর তথ্য বিকৃত করা, অবমাননাকর কথা রয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। অনেকের অভিযোগ, বইটিতে আসলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কুৎসা করা হয়েছে। এই বইয়ের তথ্য প্রথম সামনে আনেন বিজেপির তরুণ নেতা কৌস্তভ বাগচী।বৈদ্যনাথ ঘোষ দস্তিদার আরও জানান, "আমরা এসবের বিরুদ্ধে হাই কোর্টে রিট পিটিশন করছি। যাতে পরবর্তীতে মানুষ বইয়ে লেখা ওই সব তথ্য নিয়ে আলোচনা করতে না পারেন, তার জন্য এই মামলা। কৌস্তভ বাগচী শুধু নন, শুভেন্দু অধিকারী-সহ একাধিক নেতার বিরুদ্ধে মামলা করতে চাই আগামী সপ্তাহে। তাঁরা সকলেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে কুৎসায় শামিল হয়েছেন।"তা নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় তিনি অপমানজনক বেশ কিছু মন্তব্য করেন। কৌস্তভের পর বিজেপির একাধিক নেতাকেও এনিয়ে কুরুচিকর 'মজা' করতে দেখা গিয়েছে। ওই বইতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও বারাসতের তৃণমূল সাংসদ ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার ও তাঁর চিকিৎসক স্বামীকে নিয়ে বিভ্রান্তকর তথ্য রয়েছে বলে এবার অভিযোগে সরব সাংসদপুত্র বৈদ্যনাথ ঘোষ দস্তিদার। এনিয়ে তিনি কলকাতা হাই কোর্টে কৌস্তভ বাগচী, শুভেন্দু অধিকারী-সহ লেখকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার কথা জানালেন।চিকিৎসক দম্পতি কাকলি ঘোষ দস্তিদার ও

এরপর ৬ পাতায়

চাপের মুখে অবশেষে বাংলাদেশের ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা মহম্মদ ইউনূসের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

চলতি বছরের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে নির্বাচন চেয়েছিল বাংলাদেশের অন্যতম রাজনৈতিক দল বিএনপি। সেই দাবি মেনে না নিলেও অবশেষে বাংলাদেশের নির্বাচনের কথা ঘোষণা করলেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনূস। শুক্রবার সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশে ভাষণে দেওয়ার সময় ভোটের কথা ঘোষণা করেন তিনি।গত বছরের ৫ অগস্ট শেখ হাসিনা পদত্যাগ করে ভারতে চলে আসেন। তারপর গঠিত ওই অন্তর্বর্তী সরকার। কিন্তু তারপর থেকে ভোট নিয়ে প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনূসের কোনও উচ্চবাচ্য নেই। সম্প্রতি সেই কারণেই সরব হয় বাংলাদেশের রাজনীতিকদের একাংশ।

বাংলাদেশে একাধিক রাজনীতিবিদই প্রশ্ন তুলেছেন, নির্বাচনের জন্য জুন পর্যন্ত অপেক্ষা কেন, ডিসেম্বরেই নির্বাচন হবে না কেন? আর অন্যদিকে, ইউনূস মন্তব্য করেন, "দেশের সব রাজনৈতিক দল নয়, শুধু একটি দল ডিসেম্বরে নির্বাচন চাইছে।" অবশেষে ভোট ঘোষণা হলেও ডিসেম্বরের ডেডলাইন মানলেন না তিনি।ভোটের বিষয়ে আলোচনা শুরু করার বার্তাও দেন তিনি।

মহম্মদ ইউনূস জানিয়েছেন, আগামী বছর অর্থাৎ ২০২৬-এর এপ্রিল মাসের প্রথমার্ধের যে কোনও দিন বাংলাদেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচন কমিশন নির্দিষ্ট সময়ে রোডম্যাপ প্রদান করবে বলেও উল্লেখ করেছেন তিনি।

মহম্মদ ইউনূসের আবেদন সুষ্ঠ, অবাধ, নিরপেক্ষ নির্বাচন হোক। সেই লক্ষ্যে যাতে উপযুক্ত পদক্ষেপ করা হয়, সে ব্যাপারেও আর্জি জানিয়েছেন তিনি।

বাংলাদেশবাসীর উদ্দেশে ইউনূস বলেন, "দেশের বাইরের কোনও শক্তির কাছে স্বার্থ বিকিয়ে দেবেন না।" একই সঙ্গে তিনি নিশ্চিত করতে বলেন, যে সরকার ক্ষমতায় আসবে, তারা যেন দেশকে দুর্নীতি-মুক্ত রাখে। তিনি চান, দেশে কোনও চাঁদাবাজি, সিন্ডিকেট বাজি না চলে।

প্রধান উপদেষ্টার বক্তব্য, এটা নতুন বাংলাদেশ গড়ার নির্বাচন। সেটা মাথায় রেখেই ভোটারদের ভোট দেওয়ার কথা বলেন তিনি। ছাত্র অভ্যুত্থানের পর এই ভোটের গুরুত্ব বুঝিয়ে ইউনূস আসন্ন ভোটকে 'ঐতিহাসিক' বলে ব্যাখ্যা করেন।

(৫ পাতার পর)

কৌস্তভের বিরুদ্ধে মামলা সাংসদপুত্রের

সুদর্শন ঘোষ দস্তিদারের ছেলে বৈদ্যনাথ নিজেও একজন ডাক্তার। দীপককুমার ঘোষের লেখা 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে যেমন দেখেছি' বইটি পড়ে একাধিক ভুল, বিভ্রান্তিকর, মানহানিকর তথ্যের কথা তুলে ধরেছেন বৈদ্যনাথ ঘোষ দস্তিদার। তাঁর কথায়, "বইতে দীপককুমার ঘোষ মহাশয় এমন অনেক কিছুই লিখেছেন, যা মানহানিকর। একজন মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে যা খুশি তাই লেখা যায় না। তার কিছু নিয়ম আছে। আমি আইনজীবী নই, কিন্তু আইনের কিছুটা আমিও জানি। বইতে আমার মা-বাবার নাম সরাসরি না থাকলেও যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, তাতে স্পষ্ট যে তাঁদের কথাই লেখা হয়েছে। মনে রাখবেন, মুখ্যমন্ত্রী বা আমার মা পদাধিকার বলে বেশ কিছু সাংবিধানিক সুরক্ষাকবচ পেয়ে থাকেন।"

কৃষ্ণনগরে জাতীয় সড়কে টোটো ও পুলিশের গাড়িতে মুখোমুখি সংঘর্ষ, মৃত ১ আহত ২

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

কৃষ্ণনগর: নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি থানার অন্তর্গত জোড়াকুঠি এলাকায় ১২ নং জাতীয় সড়কে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা। টোটো এবং পুলিশ গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে টোটো চালকের মৃত্যু। আহত আরো দুজন টোটোর যাত্রী। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান শুক্রবার দুপুরে ওই এলাকায় একটি টোটো এবং পুলিশ গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।এই ঘটনায় ওই এলাকায় বেশ কিছুক্ষণ স্বাভাবিক যান চলাচল ব্যাহত হয়। কৃষ্ণনগরে ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে টোটর এই ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত নিয়ে সরব হয়েছেন সাধারণ মানুষজন। জাতীয় সড়কের মতো গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা দিয়ে কি করে টোটো চলাচল করছে তা নিয়ে ট্রাফিক পুলিশের গাফিলতির দিকে আঙুল তুলেছেন এলাকার মানুষজন। সেখানে কোন ট্রাফিক সিগন্যালের ব্যবস্থা না থাকায় প্রায়সই দুর্ঘটনা ঘটছে। জীবন হানির মত ঘটনা ঘটছে। অবিলম্বে ওই এলাকায় টোটোর মত ধীর যান চলাচলের ক্ষেত্রে কঠোর আইন বলবৎ করার দাবি জানিয়েছেন এলাকার মানুষজন। তারা জানান এই দুর্ঘটনায় টোটো চালকের মৃত্যু ঘটেছে এবং টোটোয় থাকা দুজন গুরুতর আহত ।তাদেরকেও কৃষ্ণনগর শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

সূত্রের খবর ,টোটোটি কৃষ্ণনগর থেকে ধুবুলিয়ার দিকে যাচ্ছিল ।অপরদিকে পুলিশ লেখা চারচাকা কালো রঙের টাটা সুমো গাড়িটি কালিয়াচক থেকে বসিরহাটের দিকে যাচ্ছিল। এই ভয়াবহ দুর্ঘটনায় টোটো চালকের পাও কেটে পড়ে যায় দুর্ঘটনাস্থলে। অপরদিকে ঘটনা জানাজানি হতেই কৃষ্ণনগর ট্রাফিক গার্ড এবং কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি থানার বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে ঘাতক চারচাকা পুলিশ লেখা গাড়িটিকে আটক করেছে। অপরদিকে পুলিশ সূত্রে খবর তিনজন গুরুতরভাবে আহত হয়েছে। এখনো কারোর মৃত্যুর ঘটনা সামনে আসেনি। সমস্ত বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। যদিও স্থানীয় মানুষজন জানিয়েছেন ঘটনাস্থলেই টোটো চালকের মৃত্যু হয়েছে।

(৩ পাতার পর)

ওয়াকফ সম্পত্তির জন্য কেন্দ্রীভূত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম "উমিদ সেন্ট্রাল পোর্টাল"

অপব্যবহার রোধ করবে এবং তাদের ব্যবস্থাপনাকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেবে। তিনি বলেন, এই ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে যে প্রতিটি সম্পত্তির হিসাব রাখা হবে এবং যে উদ্দেশ্যে দান করা হয়েছিল সেই উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করা হবে।

সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব ডঃ চন্দ্রশেখর কুমার বলেন, তিনি আশা করেন যে উমীদ পোর্টাল ডিজিটাল ওয়াকফ ব্যবস্থাপনার মেরুদণ্ড হয়ে উঠবে, যাতে ওয়াকফ সম্পত্তি শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, জীবিকা নির্বাহ এবং সামাজিক কল্যাণে অর্থপূর্ণ অবদান রাখতে পারে, বিশেষ করে মুসলিম সম্প্রদায়ের সুবিধাবঞ্চিত অংশের জন্য। এল.এস.

সিনেমার খবর

প্রথমবার কানে গিয়ে আলিয়ার নজরকাড়া ফ্যাশন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

প্রথমবারের মতো কানের লাল গালিচায় পা রেখে বলিউড অভিনেত্রী আলিয়া ভাট দেখিয়ে দিলেন তাঁর স্টাইল এবং সৌন্দর্যের সঙ্গে রয়েছে নিখুঁত আত্মসংযম ও উপস্থিত বুদ্ধিও। আন্তর্জাতিক প্রসাধনী সংস্থার প্রতিনিধিত্ব করে ফ্রান্সের প্রেস্টিজিয়াস কান চলচ্চিত্র উৎসবে অংশ নিয়েছেন তিনি। কিন্তু উৎসবের শেষ দিনে হঠাৎ ঘটে যায় এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা, আলিয়ার গলায় থাকা বহু মূল্যের হীরের চোকার আচমকাই ভেঙে যায়।

ঘটনার সময় আলিয়া লাল গালিচায় আলোকচিত্রী ও ভক্তদের উদ্দেশে হাত নাড়ছিলেন, ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে হাসছিলেন, কখনও আবার অটোগ্রাফ দিচ্ছিলেন দর্শকদের। সেই মুহূর্তেই তাঁর গলার দামি হীরের হার ভেঙে যায়।

প্রথমে বিষয়টি বুঝতে না পারলেও দ্রুত তা টের পান অভিনেত্রী। হারটি যাতে পড়ে না যায়, সেই আশঙ্কায় সঙ্গে সঙ্গে গলায় হাত দিয়ে সেটি চেপে ধরেন আলিয়া। বিষয়টি এতটাই স্বাভাবিকভাবে সামাল দেন যে উপস্থিত অনেকেই ভেবেছিলেন এটি ক্যামেরার সামনে একটি ভঙ্গিমা মাত্র। পরে কাছ থেকে দেখা যায়, হারের একটি অংশ আলগা হয়ে গলায় ঝুলে আছে।

এই ঘটনার পর নেটমাধ্যমে আলিয়ার উপস্থিত বুদ্ধির প্রশংসায় ভরে যায় সামাজিক প্ল্যাটফর্ম। কেউ বলেন, 'আলিয়ার মতো ঠান্ডা মাথায় এমন পরিস্থিতি সামলানো সত্যিই প্রশংসনীয়।' আবার অনেকেই ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন গয়না প্রস্তুতকারক সংস্থার প্রতি, এমন গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে তাঁদের তৈরি গয়নার ভাঙনকে 'দায়িত্বজ্ঞানহীনতা' বলে মন্তব্য করেন অনেকে।

শেষ দিনে আলিয়া পরেছিলেন একটি আন্তর্জাতিক পোশাক প্রস্তুতকারী সংস্থার তৈরি বেইজ রঙের, পাথর বসানো জাল বোনা শাড়ি, যা বিশেষভাবে এই উপলক্ষে ডিজাইন করা হয়েছিল। শাড়ির সঙ্গে মানানসই হীরের গয়না তাঁর সৌন্দর্যকে আরও উজ্জ্বল করে তোলে, যদিও সেই গয়নাই তৈরি করল রেড কার্পেটে চমকপ্রদ মুহূর্ত।

বলিউডে নাচবেন জ্যাকি চ্যান

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

দুই অ্যাকশন লিজেন্ড জ্যাকি চ্যান ও অজয় দেবগণ। এবার তাদেরকে একসঙ্গে দেখা যাবে 'ক্যারাটে কিড: লেজেন্ডস' ছবিতে। ছবির প্রোমোশনের অংশ হিসেবে এর টিজারে তাদের মধ্যে দেখা যায় এক হালকা মেজাজে কথোপকথন, যা ইতোমধ্যেই দর্শকদের মধ্যে উন্মাদনা সৃষ্টি করেছে।

সনি পিকচার্স ইন্ডিয়া ইনস্টাগ্রামে একটি ভিডিও শেয়ার করেছেন। যেখানে দেখা যায়, মিস্টার হ্যান চরিত্রে ফিরছেন জ্যাকি চান। তিনি মজা করে অজয়কে বলেন, 'তুমি লড়াই করো, আমি নাচি' অর্থাৎ অ্যাকশন অজয় সামলালে, তিনি চান শুধুই নাচ করতে।

এমন মন্তব্যে দুই তারকাই হেসে ফেলেন এবং জ্যাকিকে বলিউডের নাচের ছন্দে হাত-পা নাড়তেও দেখা যায়। তিনি বলেন, ২০১৭ সালের ভারত-চিন যৌথ প্রযোজনার ছবি 'কুং ফু যোগা'র কথা, যেখানে বলিউড তারকাদের সঙ্গে অভিনয় করতে গিয়ে ভারতীয় নাচের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন তিনি। সেই অভিজ্ঞতা এখনও তার মনে গেঁথে রয়েছে।

অন্যদিকে, সাধারণত গম্ভীর ও রাশভারী ভাবমূর্তিতে পরিচিত অজয় দেবগণকে এই টিজারে একেবারে প্রাণবন্ত দেখা গেছে। ভক্তরা এমন অজয়কে দেখে বেশ উচ্ছ্বসিত। ভিডিওটি পোস্ট হওয়ার পরপরই নেটিজেনদের মাঝে বেশ আলোচনা হচ্ছে।

অল্পের জন্য বড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেলেন অভিষেক

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

ভারী বৃষ্টিতে জলমগ্ন মুম্বাই শহর। এরই মাঝে সিনেমার কাজ থেমে নেই। ঠিক এমন সময়ই এক বিপজ্জনক ঘটনার মুখোমুখি হলেন বলিউড অভিনেতা অভিষেক বচ্চন। অল্পের জন্য বড়সড় বিপদ থেকে রক্ষা পেলেন তিনি।

বর্তমানে নিজের নতুন ছবি 'হাউসফুল ৫'-এর প্রচার নিয়ে ব্যস্ত অভিষেক। এই ছবিতে তাঁর সঙ্গে আছেন অক্ষয় কুমার, রীতেশ দেশমুখ এবং চাঙ্কি পাণ্ডেও। সম্প্রতি মুম্বাইয়ের একটি প্রেক্ষাগৃহে ছবির ট্রেলার মুক্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অভিনেতারা। আর সেখানেই ঘটে যায় এই অঘটন।

ঘটনা সূত্রে জানা যায়, কালো স্যুট পরে অনুষ্ঠানে অংশ নিতে যান অভিষেক বচ্চন। অনুষ্ঠানস্থলের সিঁড়ি দিয়ে নামার ঠিক আগ মুহূর্তেই মাথার ওপর থেকে সিলিং ভেঙে পড়ে নিচে। সৌভাগ্যবশত, তখনও সিঁড়িতে পা রাখেননি অভিষেক। ফলে কোনোরকম চোট-আঘাত লাগেনি তার।

তবে ঘটনার পর অভিষেক খুবই দায়িত্বশীলভাবে পরিস্থিতি সামাল দেন। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে দর্শক আসন খালি করে অন্যত্র স্থানান্তর করতে বলেন সকলকে, যাতে আর কেউ বিপদের মুখে না পড়ে।

রোনালদোর পরবর্তী গন্তব্য কোথায়?

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

সৌদি ক্লাব আল-নাসরের সঙ্গে রেকর্ড পরিমাণ ২০০ মিলিয়ন ডলার বার্ষিক চুক্তির মেয়াদ শেষের পথে। এর মধ্যেই আন্তর্জাতিক বিরতির পর নতুন ক্লাবে পাড়ি জমানোর ইঙ্গিত দিলেন পর্তুগিজ মহাতারকা ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো।
সৌদি প্রো লিগের শেষ ম্যাচে গোল করার পরেই রোনালদো একটি রহস্যময় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম পোস্টে লেখেন, "This chapter is over" অর্থাৎ "এই অধ্যায় শেষ।" এই পোস্ট থেকেই অনেকটাই নিশ্চিত হয়ে গেছে, ৪০ বছর বয়সী রোনালদো সৌদি আরবে তার অধ্যায়ের ইতি টানছেন।
তবে ফুটবল থেকে বিদায় নয়। এখনও পেশাদার পর্যায়ে খেলে যেতে চান এই গোল মেশিন। কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে— রোনালদোর পরবর্তী গন্তব্য কোথায়?
টপ ইউরোপিয়ান ক্লাবে ফেরা প্রায় অসম্ভব বলেই ধরা হচ্ছে। তবে আলোচনায় আছে যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকার (এমএলএস) ও রোনালদোর ছেলেবেলার ক্লাব স্পোর্টিং সিপিতে রূপকথার মতো ফেরা।
এছাড়াও ফিফা ক্লাব ওয়ার্ল্ড কাপে অংশ নিচ্ছে এমন ইউরোপ এবং দক্ষিণ আমেরিকার কয়েকটি ক্লাবও রোনালদোকে দলে নিতে আগ্রহ দেখিয়েছে।
ইতালিয়ান ট্রান্সফার বিশেষজ্ঞ নিকোলো স্কিরা -এর বরাত দিয়ে গোল ডটকম জানিয়েছে, মেক্সিকোর ক্লাব 'মন্তেররে' রোনালদোকে দলে নিতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। আলোচনাটি এগিয়ে নিচ্ছেন রোনালদোর সাবেক রিয়াল মাদ্রিদ সতীর্থ ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু সার্জিও রামোস।
সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে একসঙ্গে নয় বছর খেলেছেন রোনালদো ও রামোস। এই সময়ের মধ্যে দুজনে একসঙ্গে জিতেছেন চারটি চ্যাম্পিয়নস লিগ ও দুটি লা লিগা শিরোপা।
আল-নাসরের হয়ে ১১১ ম্যাচে ৯৯ গোল করা রোনালদো এখনও নিজের লক্ষ্য ১০০০ গোল থেকে কিছুটা দূরে, বর্তমানে তার গোল সংখ্যা প্রায় ৯৪০। এখন তার লক্ষ্য ৪ জুন জার্মানির বিপক্ষে ন্যাশনস লিগ সেমিফাইনাল। এরপরেই নিজের ভবিষ্যৎ ক্লাব নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন তিনি।

বেঙ্গালুরুতে সমর্থক মৃত্যুতে গ্রেপ্তার আরসিবি কর্তা, পুলিশের জালে ৪

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

পদপিষ্ট হয়ে ক্রিকেটপ্রেমীদের মৃত্যুর ঘটনায় গ্রেপ্তার হলেন আরসিবির কর্তা। জানা গিয়েছে, আরসিবির মার্কেটিং হেড নিখিল সোসালেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে শুক্রবার। বেঙ্গালুরু ছেড়ে মুম্বইয়ে 'পালিয়ে' যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন তিনি। কিন্তু বিমানবন্দর থেকেই গ্রেপ্তার করা হয় তাঁকে। প্রসঙ্গত, বুধবার বেঙ্গালুরুতে আরসিবির সেলিব্রেশনের সময় স্টেডিয়ামের বাইরে পদপিষ্ট হয়ে এ পর্যন্ত ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে। প্রাথমিক ভাবে আহতের সংখ্যা ৪৭ বলে জানা গেলেও সিদ্ধারামাইয়ার দাবি সংখ্যাটা ৩৭। মর্মান্তিক এই ঘটনায় গোটা ক্রিকেট বিশ্ব স্তব্ধ। কর্নাটক সরকার পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনায় বিচারবিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে। হাই কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি জন মাইকেল ডি'কুনহার তত্ত্বাবধানে একটি কমিশনও গঠন করা হবে।আরসিবি কর্তা ছাড়াও আরও তিনজনকে এদিন গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
বেঙ্গালুরু পুলিশ সূত্রে খবর, আরসিবির মার্কেটিং অ্যান্ড রেভেনিউ হেড নিখিল শুক্রবার মুম্বইয়ে যাচ্ছিলেন। যাওয়ার পথেই শুক্রবার সকাল সাড়ে ৬টা নাগাদ কেম্পেগৌড়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। এছাড়াও আরসিবির সেলিব্রেশন সম্প্রচারের দায়িত্বে থাকা ডিএনএ এন্টারটেনমেন্ট নেটওয়ার্কের তিন কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে শুক্রবার। কিরণ, সুমন্ত এবং সুনীল ম্যাথিউ নামে ওই তিনজনকে গ্রেপ্তার করে আপাতত জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। জেরা করা হচ্ছে আরসিবি কর্তা নিখিলকেও। জানা গিয়েছে, অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করতে রাতভর অভিযান চালিয়েছে পুলিশ।
আরসিবির বিজয় সেলিব্রেশনে পদপিষ্ট হয়ে ১১ জনের মৃত্যুর ঘটনায় আরসিবি, সম্প্রচারকারী সংস্থা এবং কর্নাটক স্টেট ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনকে অভিযুক্ত হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু ঘটনার পর থেকেই পলাতক কেএসসিএ সচিব এবং কোষাধ্যক্ষ। তাঁদের বাড়িতে গেলেও দুই কর্তার সন্ধান পায়নি পুলিশ। আপাতত দুই কর্তার সন্ধানে তল্লাশি চলছে।

'বিশ্বের সেরা দল' ব্রাজিলকে চ্যাম্পিয়ন বানাতে কাজ করবো: আনচেলত্তি

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

রিয়াল মাদ্রিদ অধ্যায় শেষ করে ইতোমধ্যেই ব্রাজিলে পৌঁছে গেছেন কার্লো আনচেলত্তি। সেলেসাওদের হয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে সোমবার (২৬ মে) দায়িত্ব গ্রহণ করে আনচেলত্তি বলেছেন, বিশ্বের সেরা দলকে নেতৃত্ব দেওয়া তার জন্য গর্বের ও সম্মানের বিষয়। একই সঙ্গে তিনি ২০২৬ বিশ্বকাপ জয়ের লক্ষ্যও ঘোষণা করেছেন বলে জানিয়েছে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি।
৬৫ বছর বয়সী এই ইতালিয়ান কোচকে আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রাজিলিয়ান ফুটবল কনফেডারেশনের (সিবিএফ) সদর দপ্তরে এক সংবাদ সম্মেলনে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। সংবাদ সম্মেলনে হেক্সা জয়ের মিশন নিয়ে আনচেলত্তি বলেন, 'আমার সামনে বড় একটি চ্যালেঞ্জ। আমি আনন্দিত। আমি সবসময় ব্রাজিল দলের সঙ্গে একটি বিশেষ বন্ধন অনুভব করেছি। আমরা আবার ব্রাজিলকে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন করতে কাজ করব। বিশ্বের সেরা দলকে কোচিং করানো আমার জন্য গর্বের।'
পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল সর্বশেষ ২০০২ সালে বিশ্বকাপ জিতেছিল। ২০২৬ সালে হেক্সা জয়ের লক্ষ্যে আনচেলত্তির অধীনে দক্ষিণ আমেরিকান বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচ দিয়ে মাঠে নামবে ব্রাজিল।
ব্রাজিল ৫ জুন ইকুয়েডরের মাঠে এবং ১০ জুন সাও পাওলোতে প্যারাগুয়ের বিপক্ষে খেলবে।
গত মার্চে আর্জেন্টিনার কাছে ৪–১ গোলের লজ্জাজনক পরাজয়ের পর বরখাস্ত হওয়া দোরিভাল জুনিয়রের স্থলাভিষিক্ত হলেন কার্লো।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O . : Uttar Moukhali,P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329 and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR